দিনাজপুর জেলার বিরামপুর সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে মোঃ সাইফুল ইসলাম নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার ভাইগড় সীমান্তে ২৯১ নম্বর মেইন পিলারের কাছে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) সদস্যদের গুলিতে চতুরপুর গ্রামের মোঃ নবীতুল্লাহ ও রওশন আরা বেগমের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৫) নিহত হন বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- পরিবারকে সহায়তাকারী ব্যক্তি এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম

মোঃ নবীতুল্লাহ (৬৫), সাইফুলের বাবা, গ্রামঃ চতুরপুর, থানাঃ বিরামপুর, জেলাঃ দিনাজপুর

মোঃ নবীতুল্লাহ অধিকারকে জানান, সাইফুল ছিলো গাড়ী চালক, এছাড়া মাঝে মাঝে তিনি কৃষি জমিতেও কাজ করতেন। ২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.৩০টায় সাইফুল বাসা থেকে বের হয়ে যায় ও রাতে বাসায় না আসায় তিনি সাইফুলের খোঁজ শুরু করেন।

৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ভোরের দিকে মোঃ নবীতুল্লাহ জানতে পারেন, রাতে সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা একজন লোককে হত্যা করেছে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি সাইফুল কিনা তা তখনো জানতে পারেননি। এর মধ্যে তাঁর বড় ছেলে নজরুল ইসলাম তাঁর পূর্ব পরিচিত ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার শ্রীরামপুর গ্রামের বাবুর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে। বাবু তখন নজরুলকে জানায়, সাইফুলসহ মোট ১০জনের একটি দল ভারত থেকে গরু নিয়ে রাত আনুমানিক ৩.০০টায় সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসছিল। বাবু নিজেও রাখালদের সঙ্গে সীমান্তের কাছে

এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা রাখালদের তাড়া করে। তাড়া খেয়ে সবাই বাংলাদেশে ঢুকে যেতে সক্ষম হলেও সাইফুল বিএসএফ সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে। বাবু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে, বিএসএফ সদস্যরা টর্চ জ্বালিয়ে সাইফুলকে বেয়নেট দিয়ে খোঁচায় এবং এরপর গুলি করে হত্যা করে।

বাবু সাইফুলের মৃত্যুর ব্যাপারে নজরুলকে নিশ্চিত করে। তিনি নজরুলের কাছে এ খবর শুনে বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ীতে যান এবং তাঁর ছেলের লাশ ভারতের ভেতরে আছে বলে কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মোঃ রজব আলীকে জানান। কিন্তু সুবেদার মোঃ রজব আলী তাঁকে অসহযোগিতা করেন। পরে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ আলমগীর হোসেন সেখানে আসেন এবং সুবেদার মোঃ রজব আলীর সঙ্গে কথা বলেন। সুবেদার মোঃ রজব আলী তাঁকে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) মেম্বারকে ডেকে আনতে বলেন। পরে তিনি জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার মোছাঃ আতারা বানুকে ডেকে আনেন। এলাকাবাসীর চাপে অবশেষে সুবেদার মোঃ রজব আলী বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। তখন বিএসএফ সদস্যরা জানান, ময়না তদন্ত শেষ হলে লাশ ফেরত দিবেন। ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় বিএসএফ সদস্যরা সাইফুলের লাশ ফেরত দেন। তিনি দেখেন, লাশের বাম পাঁজরে একটি গুলি করা হয়েছিল, যা ডান পাঁজর দিয়ে বের হয়ে গেছে।

তিনি সাইফুলের লাশ বাসায় আনেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০টায় পারিবারিক কবর স্থানে সাইফুলের লাশ দাফন করা হয়।

মোঃ আলমগীর হোসেন (২৮), সাংবাদিক এবং সাইফুলের পরিবারকে সহায়তাকারী

মোঃ আলমগীর হোসেন অধিকারকে জানান, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় লোকের মাধ্যমে খবর পান যে, ভাইগড় সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা একজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। তিনি তখন ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ীতে যান এবং সুবেদার মোঃ রজব আলীর সঙ্গে কথা বলেন। দুপুরের দিকে সীমান্তে ২৯১ নম্বর মেইন পিলারের কাছে বিজিবি এবং বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত আনুমানিক ৮.০০টায় বিএসএফ সদস্যরা নিহত ব্যক্তির লাশ ফেরত দেয়। তিনি দেখেন, লাশের বাম পাঁজরে গুলি করা হয়েছে, যা ডান পাঁজর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তিনি ধারণা করেন, সাইফুলকে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানোর পর গুলি করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

ক্যাম্প কমান্ডার মোঃ রজব আলী, ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ী, ৪০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বিরামপুর, দিনাজপুর

ক্যাম্প কমান্ডার মোঃ রজব আলী জানান, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালের দিকে চতুরপুর গ্রামের মোঃ নবীতুল্লাহ নামে এক লোক ক্যাম্পে এসে তাঁকে জানান যে, রাতে গরু আনতে গিয়ে তাঁর ছেলে সাইফুল বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে নিহত হয়েছে। তিনি তখনই খবরটি ব্যাটালিয়ন সদরে জানান। কমান্ডিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে পতাকা বৈঠক করার জন্য ভারতের বিএসএফের

২৮ ব্যাটালিয়নের ভীমপুর কোম্পানী কমান্ডার অ্যাসিস্টেন্ট কমানডেন্ট সন্তোষ কুমার সিং কে চিঠি পাঠান। চিঠির জবাবে সীমান্ত ২৯১ নম্বর মেইন পিলারের কাছে অ্যাসিস্টেন্ট কমানডেন্ট সন্তোষ কুমার সিং বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেখানে বিজিবি এবং বিএসএফ সদসদের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসিস্টেন্ট কমানডেন্ট সন্তোষ কুমার সিং তাঁকে বলেন, সকালের দিকে সীমান্তের কাছে লালপুর এলাকার সরিষা ক্ষেতে একটি লাশ পড়ে আছে বলে বিএসএফ সদস্যরা হিলি থানার পুলিশ সদস্যদের জানায়। হিলি থানার পুলিশ সদস্যরা লাশটি নিয়ে ময়না তদন্ত করে। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে কাউকে হত্যা করেনি বলে তিনি দাবী করেন। বিএসএফ সদস্যরা লাশটি সীমান্তে নিয়ে এলে মোঃ নবীতুল্লাহ তাঁর ছেলে সাইফুলের লাশ বলে সেটি সনাক্ত করেন। তখন বিএসএফ সদস্যরা বিরামপুর থানার এসআই মোঃ রাজ্জাকের মাধ্যমে পরিবারকে লাশ ফেরত দেন।

এসআই মোঃ রাজ্জাক, বিরামপুর থানা, দিনাজপুর

এসআই মোঃ রাজ্জাক অধিকারকে জানান, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.০০টায় জোতবানী ইউনিয়নের এক লোক তাঁকে জানায় যে, চতুরপুর গ্রামের সাইফুল নামে এক ব্যক্তিকে বিএসএফ সদস্যরা হত্যা করেছে। লাশ বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশে হস্তান্তর করবে। তাই তিনি ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ীতে গিয়ে ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার মোঃ রজব আলীর সঙ্গে দেখা করেন। সুবেদার মোঃ রজব আলী তাঁকে সীমান্তের ২৯১ নম্বর পিলারের কাছে নিয়ে যান। সেখানে ভারতের বিএসএফ ২৮ ব্যাটালিয়নের ভীমপুর কোম্পানী কমান্ডার অ্যাসিস্টেন্ট কমানডেন্ট সন্তোষ কুমার সিং সহ সাইফুলের লাশ নিয়ে হিলি থানার পুলিশ সদস্যরা আসে। অ্যাসিস্টেন্ট কমানডেন্ট সন্তোষ কুমার সিং জানান, সাইফুলের মৃত্যুর কারণে হিলি থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার নম্বর ৫/১২; তারিখঃ ০৩/০২/২০১২। ময়না তদন্তের রিপোর্টে সাইফুলকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমানিত হওয়ায় হিলি থানার এক পুলিশ সদস্য বাদী হয়ে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন। হিলি থানার মামলা নম্বর ২৬/১২; ধারা- ৩০২/২০১/আইপিসি। তারিখঃ ০৩/০২/২০১২। পরে বিএসএফ সদস্যরা লাশ ফেরত দিলে লাশটি পরিবারের সদস্যদেরকে দিয়ে দেন।

মোঃ গজিমুদ্দিন, সাইফুলের লাশের গোসলদানকারী

মোঃ গজিমুদ্দিন অধিকারকে জানান, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তার প্রতিবেশী মোঃ নবীতুল্লাহর কাছে শোনেন, রাতে ভারত থেকে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে সাইফুলকে হত্যা করেছে। তিনি সারাদিন অপেক্ষা করেন। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় বিএসএফ সদস্যরা লাশ ফেরত দিলে তিনি লাশের গোসল করান। তিনি দেখেন, লাশের বাম পাঁজরে গুলি করা হয়েছিল যা ডান পাঁজর দিয়ে বেড়িয়ে গেছে।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তে পাহারারত বিএসএফ সদস্যরা নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের বিনা কারণে গুলি করে, পাথর ছুঁড়ে, ককটেল ছুঁড়ে, পিটিয়ে, কুপিয়ে এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করে নির্যাতন ও হত্যা করছে। দুই দেশের বিজিবি এবং বিএসএফ পর্যায়ে বারবার বৈঠক

হলেও বিএসএফ সদস্যরা তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি একেবারেই রক্ষা করছে না। অধিকার সাইফুলের মৃত্যুর ব্যাপারে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানাতে এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ে উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-